তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে

কামরুল হাসান বাদল

আগে উপেনদের জমি কেড়ে নেয়ার আগে বাবুরা অন্তত ভদ্রতা করে বলতো "এ জমি লইব কিনে"। এখন সামন্ত প্রভুরা নেই, সময় বদলেছে। পুঁজিবাদী ও লুটেরা অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় বাবুদের চেহারা ও অবস্থান বদলে আরও চাকচিক্যময় ও সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। বাবুদের এখন কোন জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-দেশ-কাল নেই-তারা এখন সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী ও সর্বভুক। এদের জনক যখন তখন ইচ্ছেমত যেকোন দেশ যেকোন উছিলায় দখল করে নেয় আর এরা নিজ মাতৃভূমির পাহাড়-সাগর-নদী-খাল-পুকুর-জলাশয়-নালা-কবরস্থান-দেবোত্তর সম্পত্তি যা প্রায় গ্রাস করে নেয়। এরা অপ্রতিরোধ্য, স্বয়ং সরকার পর্যন্ত এদের ঘাঁটাতে ভয় পায় আর মিডিয়াগুলো এদের বিজ্ঞাপনের টাকায় চলে বলে এদের লুটপাট ও সাগরচুরি নিয়ে টু শব্দটি পর্যন্ত করে না। তাই এরা আর সামান্য ভদ্রতাটুকুও করে না। উপেনদের শেষ পর্যন্ত জমি দিতেই হতো এবং বাড়াবাড়ি করলে তাকে গ্রাম ছাড়া করা হতো চোর আখ্যা দিয়ে। এখন আখ্যা দেয়া হচ্ছে শত্রু, বাবুর ভূমিকায় স্বয়ং রাষ্ট্র আর ভিকটিমরা নিরীহ উপেন নয়, দেশ ও জাতির বরেণ্য সন্তানরাও, তাদের একমাত্র অপরাধ তারা সংখ্যালঘু, সোজা কথায় হিন্দু। হিন্দুস্থান শত্রুরাষ্ট্র, ওপথে যারা চলে যায় তারা শত্রু। দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিলেও শত্রু।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়েছিলো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। দীর্ঘদিন ধরে যারা এক ও অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলেন দু'টি আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার পর তারাই পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হলেন। এ ধরনের নীতিতে ভারত বিভক্তির বিরোধিতাও করেছিলেন অনেকে কিন্তু জিন্নাহ নেহেরুর দ্রুত ক্ষমতালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কাছে সেদিন ম্লান হয়ে গিয়েছিলো অন্যদের মানবতাবাদী আবেদনও। সেই ভারত বিভক্তির নির্দয় ও নির্মম মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিলো সবচেয়ে বেশি বাংলা ও পাঞ্জাবকে। সেই ক্ষত এখনো শুকায়নি। দু'পাঞ্জাব ও দু'বাংলার ঘরে ঘরে এখনো কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাবে বাপদাদার ভিটে ছাড়া মানুষের আহাজারি আর করুণ আর্তনাদ। এই আর্তনাদকে আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছে '৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধ। যার ফলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার একটি আইন পাশ করে যার দ্বারা এই আইনের গ্যারাকলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেক সংখ্যালঘু পরিবার। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের আমরা বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলে সম্মান করে থাকি, স্মরণ করে থাকি। এখনো এই তালিকায় যাদের বাড়িঘর সহায় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে সরকারি নথিপত্রে আছে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মহানায়ক, যিনি চট্টগ্রাম থেকেই ব্রিটিশের মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন বিপ্লবী সূর্য সেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার প্রথম দাবিদার ও প্রস্তাব উত্থাপনকারী একাত্তরের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, বিপ্লবী রবি নিয়োগী, কবি নবীন চন্দ্র সেন, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মতো এদেশের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ।

সকল মানবতাবোধ আর সভ্যতাকে কালিমালিপ্ত করে ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার

প্রণয়ন করে, "দ্য ডিফেন্স অব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ১৯৬৫" যার মাধ্যমে প্রণীত হয়েছিলো "শত্রু সম্পত্তি আইন"। সে বছর পাক-ভারত যুদ্ধ হয়েছিলো, যে কারণে পাকিস্তান ভারতকে শত্রু দেশ আখ্যায়িত করে এবং ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যারা ভারত চলে গিয়েছিলেন তাদের সব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। আজ দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে এই অস্ত্র ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু তথা হিন্দু পরিবারের সর্বনাশ করা হয়েছে, পথে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, অমানবিক ও বৈষম্যমুলক আচরণ করা হয়েছে। কিন্তু এটাতো চলার কথা ছিল না। ১৯৭৪ সালে এই আইনটি বাতিল করে একে অর্পিত সম্পত্তি ও অনাবাসিক সম্পত্তি আইন হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৭৬ সাল জিয়ার আমল থেকে পুনরায় এই আইনের ব্যবহার শুরু হয়ে আজও তা অক্ষুণ্ণ আছে তবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের 'নতুন নামে ডাকো'র নীতিতে।

১৯৭১ সাল, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম স্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বাঙালির দীর্ঘ ইতিহাসে কখনো স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব নেই, তাই সম্ভব হয়েছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য ও দুরদর্শী নেতৃত্বের গুণে। সংঘটিত হয়েছিলো সবচেয়ে গৌরবের, সবচেয়ে মহান, মুক্তিযুদ্ধ। যে যুদ্ধ ছিলো সমগ্র- বাঙালি জাতির, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান নির্বিশেষে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের। সেই একাত্তর সালে সংঘটিত নয় মাসের যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো কারা? সংখ্যালঘুরা, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে হিন্দুরা। সে সময় এমন একটি হিন্দু পরিবার পাওয়া যাবে না যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি? জান-মাল-ইজ্জত কিছু না কিছু বিসর্জন দিতে হয় নি? এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন মুসলিম পরিবারে? আমি বলবো না, বরং অনেক মুসলিম পরিবারের ভাগ্য বদলে দিয়েছিলো '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। শুরুতে হিন্দুদের সম্পত্তি লুট করে আর স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দখল করে। মামা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান থাকলে ভাগিনা মুক্তিযোদ্ধা। বিজয়ের আগে পরে পরস্পরকে বাঁচিয়ে রাখার কাহিনীও অনেকে জানে। সেই মামাদের প্রেতাত্মারাই দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে ওই কালো আইন ঝুলিয়ে রেখে হিন্দুদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার অপকৌশল টিকিয়ে রেখেছে। যদিও ওই আইন বাতিল করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং অনেকে এটাকে মৃত আইন বললেও এর কার্যকারিতা এখনো বন্ধ হয়নি। যদিও আমরা আশা করেছিলাম বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে এই জঘন্য আইনটি বাতিল করবে। (বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাতিলকৃত আইনটি আবার বাতিল করার প্রয়োজন আছে কিনা বুঝতে পারছি না) কিংবা বাতিলকৃত আইনের মাধ্যমে কোন সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা যাবে না বলে প্রজ্ঞাপন জারী করবে। কিন্তু সরকারের দোদুল্যমানতা আমাদের হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। হিন্দুদের দেশত্যাগের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে (১৯৯০ ও ২০০১ সালে) তাদের সম্পত্তি দখলের কুশীলবদের কি আওয়ামী লীগ চিহ্নিত করতে পারে না বা আওয়ামী লীগ কি বুঝতে পারে না এদেশ থেকে হিন্দুরা চলে গেলে ক্ষতি কার? এদেশ সংখ্যালঘু শুন্য হলে রাজনীতিতে কারা লাভবান হবে?

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে সারাদেশে যে সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয়েছিলো তা কি শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কিংবা হিন্দুরা সব সময় আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় বলে এক ধরনের রাজনৈতিক দাঙ্গা? মোটেও তা নয়। '৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের মাধ্যমে যারা বা যে শক্তি বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে, যারা এ দেশকে আফগানিস্তান বা চরম একটি মৌলবাদী ও ধর্মান্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছে তাদেরই সুদুরপ্রসারী নীল নকশার অংশ এটি। বাংলাদেশকে যদি একধর্মের রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় তাহলে পাকিস্তান-আফগানিস্তান, ইরান-লিবিয়ার মতো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া সম্ভব। যার প্রধান অন্তরায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা। যে জন্যে এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো

বারবার আক্রমণ করে আমাদের পহেলা বৈশাখ, নববর্ষ উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি বা সুফীবাদী দর্শন ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও উৎসবকে।

পাঠকরা একটু লক্ষ করুন ৭০ দশকের শেষের দিকে জেনারেল জিয়া রংপুর, দিনাজপুর নোয়াখালি বা অন্য জেলাগুলো থেকে পুনর্বাসনের নামে হাজার হাজার বাঙালি পরিবারগুলোকে যে পার্বত্য জেলাগুলোয় স্থানান্তর করলো তা কি সাদা-মাটা চোখে শুধুই পুনর্বাসন? জেনারেল জিয়া এত সহজ-সরল মানুষ ছিলেন না। পুনর্বাসনের নামে যে অশান্তির বীজ জিয়া সেদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে রোপন করেছিলেন তা এখন বিশাল মহীরুহ- সহজে তা উপড়ে ফেলার শক্তি বর্তমান সরকারেরও নেই। পার্বত্য শান্তিচুক্তি পুর্ণাঙ্গ সফল না হওয়ার এটি অন্যতম কারণ। জিয়ার সেই স্বপ্ন এখন সফল হওয়ার পথে, পার্বত্য জেলাগুলোয় পাহাড়ি-বাঙালি এখন প্রায় সমান্তরাল। এ সব এলাকায় পাহাড়ের কোলে কোলে সুদৃশ্য মসজিদগুলো আপনাকে ক্ষণিকের জন্যে চমকে দিতে পারে আপনি কোন এলাকায় আছেন। বাংলাদেশ কখনো যদি পাকিস্তান-আফগানিস্তানের পথে পা বাড়ায় তাহলে হয়তো একদিন এই পাহাড়ি অঞ্চলগুলো পাক-আফগানের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর মতো জঙ্গিদের আশ্রয়-ট্রেনিং ও নিরাপত্তার কাজে লাগবে।

লিখতে বসেছিলাম শত্রু সম্পত্তি আইন যাকে অধুনা অর্পিত সম্পত্তি আইন বলা হচ্ছে সে বিষয়ে। যে আইন একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রণীত করেছিলো তা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, যে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ সেখানে চলতে পারে না। আমি পুর্বেই উল্লেখ করেছিলাম যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে সকল ধর্মের মানুষ অংশ নিয়েছিলো সে রাষ্ট্রে একটি বিশেষ ধর্মের মানুষের প্রতি এমন বৈষম্যমুলক আচরণ রাষ্ট্র করতে পারে না। আর শত্রু বলে যে দেশকে একদিন আখ্যা দেয়া হয়েছিলো সেই দেশই বিপদের সময় আমাদের এক কোটি মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান দিয়ে, যুদ্ধের জন্যে ট্রেনিং, অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছিলো সে রাষ্ট্র আর শত্রু নয়। অতএব বর্তমান সরকারকে বিএনপি-জামাত- মুসলিম লীগের চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির খাতিরেও হলে অন্তত।

কামরুল হাসান বাদল, চট্টগ্রাম, ২৮/০৬/২০১১, লেখক ঃ কবি, সাংবাদিক